ক্ষণজন্মা মনীষী

[আল্লামা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলীর
সংক্ষিপ্ত জীবনতথ্য]

আহমদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী

ক্ষণজন্মা মনীষী

[হযরত আল্লামা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলীর সংক্ষিপ্ত জীবনতথ্য]

আহমদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী

তাসনীম পাবলিকেশন্স

ক্ষণজন্মা মনীষী
[হযরত আল্লামা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলীর সংক্ষিপ্ত জীবনতথ্য]

আহমদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী
সহযোগী অধ্যাপক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশনায়
তাসনীম পাবলিকেশন্স
ফুলতলী কমপ্লেক্স, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ: রবিউস সানী ১৪৩৮ হিজরী
জানুয়ারি ২০১৭ ইংরেজি

দ্বিতীয় মুদ্রণ: শা'বান ১৪৩৮ হিজরী
মে ২০১৭ ইংরেজি

তৃতীয় মুদ্রণ: শা'বান ১৪৩৯ হিজরী
মে ২০১৮ ইংরেজি

চতুর্থ মুদ্রণ: রামাদান ১৪৪৪ হিজরী
এপ্রিল ২০২৩ ইংরেজি

মুদ্রণ
সানজানা প্রিন্টার্স
৮১/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

হাদিয়া : ৬০.০০ টাকা

Khanojonma Manishi by Ahmed Hasan Chowdhury Fultali. Published by Tasneem Publications, Fultali Complex, Khilgaon, Dhaka-1219. 4th Edition : Ramadan 1444 Hizri, March 2023. Printed By : Sanjana Printers, 81/1, Naya Paltan, Dhaka-1000. Price : Sixty Taka Only.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰـهِ
وَاللّٰـهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ۔

আর মানুষের মাঝে এমন লোকও রয়েছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজের প্রাণকে বিক্রি করে দেয়। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।

(সূরা বাকারা, আয়াত: ২০৭)

আমার আব্বা-আম্মার সুস্থতা ও
দীর্ঘজীবন কামনায়...

সূচীপত্র

শিক্ষা জীবন	৭
তার জীবনে তদীয় ওয়ালিদ মুহতারামের প্রভাব	৯
মহিয়সী জননীর প্রভাব	৯
পারিবারিক জীবন	১০
বহুমুখী কর্মময় জীবন	১০
ছাহেব কিবলাহর নানাবিধ খিদমত ও তাঁর অংশগ্রহণ	১১
দারুল কিরাত	১২
লতিফিয়া এতীমখানা	১৩
খিদমতে খালক	১৩
মানবসেবায় তাঁর পরিচালিত প্রকল্পসমূহ	১৪
মানবতার সেবায় তাঁর অনসৃত নীতি	১৬
অসহায় অন্ধ-আতুরদের ব্যাপারে প্রস্তাবনা	১৭
অসহায় মানুষের সেবায় তাঁর উদ্দেশ্য	১৮
অসহায় মানুষের সেবায় লালিত স্বপ্ন	১৮
এতীম-অসহায়দের জন্য তাঁর দু'আ	১৮
তাঁর সাহিত্য চর্চায় অসহায় মানবতা	১৯
জ্ঞান চর্চা	২১
ভ্রমণ ও যিয়ারত	২২
ইশকে ইলাহী	২৩
হুব্বে রাসূল	২৩
রচনাবলী	২৪
অভিভাষণ	২৮
শেষ কথা	৩২

ক্ষণজন্মা মনীষী

[হযরত আল্লামা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলীর সংক্ষিপ্ত জীবনতথ্য]

যুগে যুগে ক্ষণজন্মা মনীষীগণ এ উম্মতের মাঝে প্রস্ফুটিত হয়ে সমাজকে আলোকিত করে থাকেন। এ রকমই একজন ক্ষণজন্মা মনীষী হচ্ছেন হযরত আল্লামা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী। পিতৃ-মাতৃকুলে বেলায়াতের উত্তরধিকার বহনকারী এ মহান মনীষী ১৯৪৭ সালে সিলেটের ফুলতলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা উপমহাদেশের প্রখ্যাত ওলীয়ে কামিল, মুজাদ্দিদে যামান হযরত আল্লামা মোঃ আব্দুল লতিফ চৌধুরী ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র.)। তাঁর মাতা হচ্ছেন মহীয়সী নারী খাদিজা খাতুন (র.), যিনি কুতবুল আকতাব আবূ ইউসুফ শাহ মোহাম্মদ ইয়াকুব বদরপুরী (র.)-এর কন্যা। আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী হলেন হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর বড় ছাহেবজাদা। এ হিসেবে তিনি সকলের নিকট 'বড় ছাহেব' নামে পরিচিত।

শিক্ষা জীবন

ক্ষণজন্মা এ মনীষীর পড়া-শুনার বিসমিল্লাহখানী হয় বাড়ীতেই নিজের বুযুর্গ পিতার নিকট। অতঃপর ইছামতি আলিয়া মাদরাসা হতে দাখিল, সিলেট সরকারী আলিয়া মাদরাসা হতে আলিম এবং মাদরাসা-ই আলিয়া ঢাকা হতে ফাযিল ও কামিল অধ্যয়ন করেন। ১৯৬৮ সালে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তিনি কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। প্রাথমিক হতে কামিল শ্রেণী পর্যন্ত তিনি কৃতিত্বের সাথে শিক্ষা ধারার প্রতিটি ধাপ অতিক্রম করেন।

কামিল (হাদীস) উত্তীর্ণের পর তিনি মাদরাসা-ই আলিয়া ঢাকা থেকে ডিপ্লোমা ইন উর্দু ও আদিবে কামিল কোর্স সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে ঢাকার বুরহান উদ্দীন কলেজ থেকে বিএ ডিগ্রী সম্পন্ন করেন।

ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় অধ্যয়নকালে তিনি মাদরাসার তৎকালীন হেড মাওলানা উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমে দীন হযরত মাওলানা মুফতী সায়্যিদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দিদী ওয়া বারাকাতীর সংস্পর্শে আসেন। এই মহান উস্তাদের প্রভাব তাঁর জীবনে অত্যন্ত গভীর। আল্লামা ইমাদ উদ্দিন তাঁর দারসে প্রায়ই তাঁর প্রিয় উস্তাদের স্মৃতি রোমন্থন করেন, তাঁকে নিয়ে নানা স্মৃতির উল্লেখ করেন। হানাফী ফিকহের এই মহীরূহও তাঁকে ভালোবাসতেন প্রাণ উজাড় করে। প্রথমত: মুফতী আমীমুল ইহসান (র.) তাঁকে চিনতেন পিতৃ পরিচয়ে। অর্থাৎ মুরশিদে বরহক আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর সাথে তাঁর পূর্ব থেকেই জানাশুনা ছিল। অন্যদিকে তিনি নিজ গুণে উস্তাদের মন জয় করতে পেরেছিলেন। তাঁকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সময় দিতেন, তালিম-তারবিয়তের প্রতি খেয়াল রাখতেন। যে কোনো সময় হুজরায় প্রবেশের অবাধ অনুমতি ছিল তাঁর। মুফতী ছাহেব (র.) এর দারসে যে কয়েকজন ছাত্রের মতন পড়ার অনুমতি ছিল তিনি ছিলেন তাদের একজন। কামিল পাশের পর হযরত মুফতী ছাহেব (র.) নিজে ডেকে নিয়ে তাঁকে হাদীসের কিতাব, ফিক্‌হে হানাফীসহ তাঁর সকল জ্ঞানভাণ্ডারের ইজাযত প্রদান করেন। তিনি প্রিয় উস্তাদের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেন– 'আমার মহতরম উস্তাদ মরহুম সৈয়দ আমীমুল ইহসান (র.) ঢাকা সরকারী আলিয়া মাদরাসায় আমাদিগকে বুখারী শরীফের দরস দেয়ার পর কিছুক্ষণ উর্দূ ভাষায় পবিত্র ছিরত বয়ান করতেন। সেই ইশ্‌ক ও মহব্বতের বয়ান এখন তো আর কোথাও শুনিনা। আমার প্রাণ প্রিয় উস্তাদ এখন আর নাই, কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বর, চেহারা, সজল নয়ন হৃদয় সংরক্ষণযন্ত্রে অক্ষয় অমর হয়ে থাকবে।' [রাহগীরে মদীনা]

ঢাকায় অবস্থানকালে অনেক সুধীজনের সাথে তাঁর উঠা-বসা ছিল। বাংলাদেশের মাননীয় প্রথম প্রধান বিচারপতি সৈয়দ এবি মাহমুদ হোসেনের সাথে তাঁর খুবই আন্তরিকতা ছিল। তিনি ছাত্রজীবনে তাঁর ঘরে

দুই বছর লজিং ছিলেন। ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র.)-এর নির্দেশনায় বিচারপতি মহোদয় ও আরো কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে তিনি দারসে হাদীস চালু করেছিলেন। অন্যদিকে বিচারপতি মহোদয় তাঁকে তাঁর সন্তান সৈয়দ দস্তগীর হোসেন এর উর্দূ-ফার্সী শিক্ষক মনোনীত করেছিলেন। এ তথ্য হাইকোর্টের বর্তমান বিচারপতি জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ দস্তগীর হোসেনের বাচনিক বর্ণনা থেকে জানা যায়।

তার জীবনে তদীয় ওয়ালিদ মুহতারামের প্রভাব

তদীয় ওয়ালিদ মুহতারাম হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর বিশাল প্রভাব রয়েছে তাঁর জীবনে। শিশুকাল থেকে বুযুর্গ পিতার জীবনাচার গভীর প্রভাব ফেলেছে তাঁর জীবনে। অসহায় মানবতার পাশে দাঁড়ানো, কুরআনের খিদমতে নিবেদিত হওয়া, জ্ঞান চর্চা সবকিছুতেই রয়েছে তদীয় ওয়ালিদ মুহতারাম ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর সরাসরি প্রভাব। হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের সাক্ষী তিনি। সৈয়দপুরে মহান পিতার রক্তমাখা স্মৃতি, তাঁর জেল জীবন ইত্যাদি আল্লামা ইমাদ উদ্দিনকে জীবনের পাঠ নিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে, বিপদে অবিচল থেকে জীবনতরী এগিয়ে নিতে শিখিয়েছে ।

ওয়ালিদ মুহতারামের স্মৃতি রোমন্থণ করে এক জায়গায় তিনি লিখেন 'কৈশোর থেকে শুনছি আমার ওয়ালিদ মুহতরম ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ ওয়াজ মাহফিলে মুবারক ছিরত বয়ান করেন। আবেগে মহব্বতে তিনিও কাঁদেন, শ্রোতারা কাঁদে। আমার মত পাষাণ হৃদয় গুনাহগারও এমন মাহফিলে হাজার হাজার মানুষের মাঝখানে বসে কেঁদেছি।' [রাহগীরে মদীনা]

মহিয়সী জননীর প্রভাব

তাঁর মাতা ছিলেন কুতবুল আকতাব হযরত শাহ আবূ ইউসূফ ইয়াকুব বদরপুরী (র.)-এর আদরের কন্যা খাদিজা (র.)। তিনি দীর্ঘদিন দুনিয়া বিরাগী জীবনযাপন করেন। তাঁর শিক্ষার প্রভাব আমরা বড় ছাহেবের জীবনে দেখতে পাই। এ মহিয়সী তাঁর সন্তানের শিশুমনে আল্লাহ ও তাঁর

রাসূলের ভালোবাসা গেঁথে দিয়েছিলেন। তাঁর খোদাভীতি, দুনিয়া বিরাগ, দুঃস্থজনের প্রতি মমত্ববোধ সন্তানের উপর প্রচ্ছন্ন প্রভাব রেখেছে। বড় ছাহেবের লেখালেখিতেও এ কথা ফুটে উঠে। কবিতার ভাষায় তিনি বলেন–

'শৈশবকালে
জননী কোলে
শুনেছিনু তব নাম
নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম।'

[চল মুসাফির পাক মদীনায় এর ভূমিকা]

বিশেষত বালাই হাওরের কান্নায় তিনি স্বীয় জননী সম্পর্কে অভিব্যক্তি অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

পারিবারিক জীবন

পারিবারিক জীবনে তিনি মৌলভীবাজার জেলাধীন রাজনগরস্থ কামারচাক গ্রামের প্রখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মান্যবর ব্যক্তিত্ব জনাব দেওয়ান আব্দুস সবুর সাহেবের দ্বিতীয় কন্যা দেওয়ান ছরওত হাবীবুন্নেছার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিন মেয়ে ও চার ছেলে মোট সাত সন্তানের জনক তিনি।

বহুমুখী কর্মময় জীবন

জীবনের বাঁকে বাঁকে তিনি অনেক দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন এবং এখনও দিচ্ছেন। সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদরাসা ও ইছামতি দারুল উলূম কামিল মাদরাসায় তিনি মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এক বছরের অধিককাল সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদরাসায় প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি ফুলতলী মাদরাসার কামিল জামাতের ছাত্রদের অবৈতনিকভাবে হাদীসে নববীর দারস প্রদান করে থাকেন। এছাড়াও প্রায় প্রতি মাসে নিজস্ব উদ্যোগে দারসে হাদীসের আয়োজন করে থাকেন। এতে দেশের নানা স্থান হতে আলিম-উলামা অংশ গ্রহণ করে থাকেন।

এ ছাড়াও আরো যে সকল দায়িত্ব তিনি পালন করছেন তা হচ্ছে– জেনারেল সেক্রেটারী, দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট; এডভাইজার বোর্ড মেম্বার, মুসলিম হ্যান্ডস ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ; ব্যবস্থাপক-অন্ধ-আতুর ও গরীব-বিধবা সাহায্য প্রকল্প; মোতাওয়াল্লী, লতিফিয়া এতিমখানা ফুলতলী; সভাপতি, ইয়াকুবিয়া হিফযুল কুরআন বোর্ড ইত্যাদি।

ছাহেব কিবলাহর নানাবিধ খিদমত ও তাঁর অংশগ্রহণ

হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর সকল খিদমতে তাঁর রয়েছে সরাসরি অংশগ্রহণ। মহান পিতার শুরু করা যে কোনো শুভ কাজকে এগিয়ে নিতে তিনি অন্তপ্রাণ। হযরত ছাহেব কিবলাহ ইলমে কিরাতের খিদমত শুরু করেছেন, তাঁর সুযোগ্য সন্তান হিসেবে একে প্রাতিষ্ঠানিকরূপ দান করেন আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী। ছাহেব কিবলাহ কারাগারে বসে মুনতাখাবুস সিয়র, নালায়ে কলন্দর ইত্যাদি রচনা করেছেন। তা পান্ডুলিপির সাথে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিলিয়ে কাতিবের মাধ্যমে ছাপার কাজকে ত্বরান্বিত করেছেন তিনি। অসহায় দুঃস্থ মানুষের সেবা ছিল হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর জীবনের স্বপ্ন। তাঁর এ স্বপ্নকে বাস্তবায়নে আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। প্রতিষ্ঠা করেছেন 'ফুলতলী গরীব সাহায্য প্রকল্প'।

ইয়াতীমের প্রতি ছিল হযরত ছাহেব কিবলাহর দুর্নিবার টান। তাদের প্রতিপালনের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ইয়াতীমখানা। শুরু থেকে এর তত্ত্বাবধান করেন হযরত আল্লামা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী। তাঁর পরিচালনা ও শ্রমে আজকে তা প্রায় দেড় হাজারের অধিক ইয়াতীমের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে।

তরীকতের তা'লিমের জন্য মানুষের আনাগুনা ছিল হযরত ছাহেব কিবলাহর কাছে। দাওয়াতী সফরের ব্যস্ততা, ওয়ায মাহফিল ইত্যাদির ফাঁকে ইলমে তাসাওফের প্রতি আগ্রহীগণ যাতে নির্বিঘ্নে ছাহেব কিবলাহর সুহবত পান এজন্য তিনি ছাহেব কিবলাহর অনুমতি নিয়ে 'মাসিক খানকা' চালু করেন। প্রতি মাসের প্রথম শুক্রবারে তিনদিনের এ আয়োজন ছিল

তরীকতের পথিকদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ। কারণ তারা এ সময় তাসাওফের তালিম-তারবিয়াত, সবক, চিল্লাকাশী (নির্জনবাস) ইত্যাদির নির্দেশনা নিতেন মহান মুরশিদের নিকট হতে। এভাবে ছাহেব কিবলাহর সকল খিদমতকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিতে তিনি অগ্রপথিকের ভূমিকা রাখেন।

দারুল কিরাত

অনেকেই জানেন, হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) স্বপ্নযোগে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা পেয়ে ইলমে কিরাত এর শিক্ষাদান শুরু করেন। ভারতের আদম খাকী (র.)-এর মাযার সংলগ্ন মসজিদ থেকে শুরু হওয়া এ খিদমত দেশ বিভাগের পর ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর নিজ বাড়িতে শুরু হয়। ধীরে ধীরে এর ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ছাহেব কিবলাহ কয়েকজন বিশিষ্ট মুতাআল্লিকীনের পরামর্শে ট্রাস্ট গঠন করে বিভিন্ন জায়গায় দারুল কিরাতের শাখা বিস্তারের সিদ্ধান্ত নেন। ফলে স্থানে স্থানে শাখাকেন্দ্র গড়ে উঠে। আজকে দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট মহীরূহ আকার লাভ করেছে। প্রায় আড়াই হাজার শাখার মাধ্যমে দেশে-বিদেশে বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষার অনন্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এটি।

হযরত ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর মাধ্যমে শুরু হয়ে এ প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য কিরাত শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে যার অক্লান্ত শ্রমে তিনি হচ্ছেন আল্লামা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী। দারুল কিরাতের স্তর বিন্যাস, কারী ছাহেব নিয়োগ, কেন্দ্র অনুমোদন, পরিদর্শন, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, প্রতিটি কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও এর যথাযথ বাস্তবায়ন সবকিছু নিশ্চিত হয় ঐ একটি হাতের দ্বারা। বলা যায় বড় ছাহেবের কর্মজীবনের বহুলাংশই এ দীনী প্রতিষ্ঠান তিলে তিলে গড়ে তুলতে ব্যয় হয়েছে। তাঁর ইখলাস, কর্মস্পৃহা, দক্ষতা, চিন্তাশীলতা, নীতিনিষ্ঠতা ও অবিরত সময়দান এ প্রতিষ্ঠানটিকে আজকের জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে।

লতিফিয়া এতীমখানা

আল্লামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র.) অসহায় এতীমদের নিবাসের জন্য নিজ ভূমিতে ১৯৭২ইং সনে প্রতিষ্ঠা করেন 'লতিফিয়া এতীমখানা ফুলতলী'। সূচনালগ্ন থেকে এ প্রতিষ্ঠান আল্লামা বড় ছাহেব কিবলাহ'র সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে আসছে। লতিফিয়া এতীমখানায় ইয়াতীমদের ফ্রি থাকা-খাওয়ার পাশাপাশি বালিকা শাখা, নানাবিধ সহপাঠ্যক্রম, প্রকাশনা, তারবিয়াত এর ব্যবস্থা রয়েছে। পাশাপাশি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, কম্পিউটার ল্যাব, সেলাই প্রশিক্ষণ, মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে পরিবহন ব্যবস্থা, চিকিৎসা সেবা ও খেলাধূলার সুযোগ।

তিনি শুধু ইয়াতীম প্রতিপালনই করেন না, তাদের অসহায় জননীদের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকেন এবং তাদের পরপারে পাড়ি জমানো পিতার জন্য কায়মনোবাক্যে দরবারে ইলাহীতে দু'আ করেন।

এক্ষেত্রে প্রিয় নবীর মুবারক হাদীস তাঁর প্রেরণার উৎস। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন–

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيلًا.

-'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক জান্নাতে 'এরূপ' হব। আর [একথা বলে] তিনি তাঁর শাহাদত ও মধ্যমা আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলেন। আঙ্গুল দুটির মাঝে তিনি সামান্য ফাঁক রেখেছিলেন।'

খিদমতে খালক

আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ছাহেবের জীবনের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে তিনি জীবনের ঊষালগ্ন হতে মানব সেবার জন্য অন্তপ্রাণ। অসহায় বনী আদমের কান্না ঘুচাতে, অশ্রু মুছতে তিনি সদাই উদগ্রীব। তাঁর জীবন যেন–

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا.

অর্থ : তারা বলে, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমরা তোমাদেরকে

আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। [সূরা আল ইনসান : আয়াত নং-৯]

-এর বাস্তব নমুনা। তাঁর এ মানসিকতার ফলে সময়ে সময়ে সূচিত হয়েছে বহু কর্মসূচীর।

মানবসেবায় তাঁর পরিচালিত প্রকল্পসমূহ

মানব সেবাসূলক প্রতিটি কর্মসূচীই তিনি শুরু করেন নিজের হৃদয়ের তাকীদে, স্বীয় উদ্যোগে, অল্প পরিসরে ও নিজস্ব বাজেটে। পরবর্তীতে সেগুলো বিত্তবানদের সহযোগিতায় একেকটি বড় বড় প্রজেক্টে পরিণত হয়। তাঁর মুরশিদ ও ওয়ালিদ মুহতারামের জীবদ্দশায় প্রতিটি কর্মসূচী শুরুর আগে তিনি তাঁর থেকে দু'আ নিতেন এবং হযরত ছাহেব কিবলাহ (র.) প্রথমে নিজের থেকে কিছু সহযোগিতা করে তাঁকে ও তাঁর এ শুভ উদ্যোগকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে সোপর্দ করতেন।

মোট কথা তরীকতের মৌলিক শিক্ষা যা আল্লামা শেখ সাদীর কবিতায় ফুটে উঠেছে বড় ছাহেবের জীবনে তা বাস্তবরূপে দেখি আমরা। আল্লামা শেখ সাদী (র.) বলেন–

طریقت بجز خدمت خلق نیست / به تسبیح و سجاده و دلق نیست.

মানবতার সেবায় তাঁর মাধ্যমে বহুমূখী প্রকল্প চালু আছে। এসবের মধ্যে রয়েছে-

১. ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে বিধবা ও মিসকিনদের মধ্যে শিরণী বিতরণ (প্রতি শনিবার)
২. মাসিক খানকা
৩. গৃহ নির্মাণ প্রকল্প
৪. গরীব অন্ধ সাহায্য প্রকল্প
৫. গরীব আতুর সাহায্য প্রকল্প
৬. গরীব বিধবা সাহায্য প্রকল্প
৭. সদ্য বিধবা সাহায্য প্রকল্প
৮. এতীম বৃত্তি
৯. খতনা প্রকল্প

১০. বিবাহ সাহায্য প্রকল্প
১১. হালাল রোজগারের উপকরণ (যেমন- কুড়াল, দা, কাঁচি, কুদাল, জাল, ড্রিল মেশিন ইত্যাদি) প্রদান প্রকল্প
১২. সেলাই মেশিন সাহায্য প্রকল্প
১৩. হালাল রোজগারে পশু পালন (গরু ও ছাগল)
১৪. বহুমুখী শিক্ষা প্রকল্প (কম্পিউটার, সেলাই, ড্রাইভিং ইত্যাদি প্রশিক্ষণ)
১৫. চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প (ছানি অপারেশনসহ)
১৬. স্যানিটেশন প্রকল্প
১৭. কুরবানী প্রকল্প
১৮. রিক্সা বিতরণ প্রকল্প
১৯. আতুরদের (পঙ্গুদের) মধ্যে হুইল চেয়ার ও ক্রাচ বিতরণ
২০. ঠেলাগাড়ি বিতরণ প্রকল্প
২১. ভ্যানগাড়ি বিতরণ প্রকল্প
২২. রামাদ্বান শরীফে বিধবা ও মিসকিনদের মধ্যে ইফতার বিতরণ (প্রতিদিন)
২৩. এতীম, মিসকীন ও বিধবাদের মধ্যে কুরআন শরীফ বিতরণ
২৪. বৃদ্ধদেরকে কাপড় দান (পাঞ্জাবী, লুঙ্গি, টুপি, গেঞ্জি, মশারী, লেপ ও তোষক ইত্যাদি)
২৫. গরীবদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ (কম্বল, সোয়েটার, চাদর, মাফলার ইত্যাদি)
২৬. গরীবদের মধ্যে বীজ, ধানের চারা ইত্যাদি বিতরণ
২৭. গরীবদের মধ্যে চৌকি বিতরণ
২৮. বৃক্ষ রোপন প্রকল্প
২৯. দুর্যোগে ত্রাণ বিতরণ প্রকল্প
৩০. মসজিদ নির্মাণ প্রকল্প
৩১. ব্যবসার পুঁজিসহ দোকান প্রদান প্রকল্প
৩২. রামাদ্বান শরীফে তালাবাদের মধ্যে লুঙ্গি বিতরণ প্রকল্প

৩৩. গরীবদের মধ্যে নৌকা বিতরণ
৩৪. টিউবওয়েল ও পুকুর খনন
৩৫. এতীম ছাত্রদেরকে কাপড়, তৈল, সাবান, টুপি, লুঙ্গি, লেপ ও তোষক ইত্যাদি প্রদান
৩৬. গরীবদের মধ্যে কলস, জায়নামায, লাঠি, চিলিমচি, বদনা ইত্যাদি বিতরণ
৩৭. গরীব মহিলাদের মধ্যে ছাতা, শাড়ী, নামাযের উড়না ও বোরকা ইত্যাদি বিতরণ
৩৮. এতীম ছাত্রদেরকে স্কুল-ড্রেস প্রদান
৩৯. লতিফিয়া এতীমখানায় চৌকি প্রদান প্রকল্প
৪০. এতীম ছাত্রদেরকে নগদ টাকা প্রদান প্রকল্প
৪১. রামাদ্বান শরীফে মিসকিন ছাত্র/ছাত্রীদেরকে কাপড় প্রদান (পাঞ্জাবী, পায়জামা, টুপি, লুঙ্গি, থ্রী-পিছ ও ফ্রগ ইত্যাদি)
৪২. গৃহ জ্বলা পরিবারকে ডেগ, ডেগচী, কলস, পরিবারের সদস্যদের কাপড় নগদ সাহায্য প্রদান ইত্যাদি।

মানবতার সেবায় তাঁর অনুসৃত নীতি

তিনি কোনো প্রকল্প চালু করার আগে কাজটি আল্লাহর ওয়াস্তে হচ্ছে কি না তা যাঁচাই করে নেন। তাঁর এ কাজকে মিলিয়ে নেন কুরআন-হাদীসের অনুপম দিক নির্দেশনার সাথে। তাইতো তিনি ফুলতলী গরীব সাহায্য প্রকল্প সম্পর্কে 'কিছু কথা'য় গরীব, মিসকীন, অন্ধদের সাহায্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন প্রিয়নবীর হাদীস–"স্বামীহারা মহিলা ও মিসকীনদের জন্য প্রচেষ্টাকারী (অর্থাৎ তাদের খেদমতকারী) আল্লাহর পথে জিহাদকারীর ন্যায়। সারাদিন যে রোযা রাখল, সারারাত্রি যে ইবাদত করল তাঁর সমতূল্য।" (সূত্রঃ ফুলতলী গরীব সাহায্য প্রকল্প-২০১৬)

তিনি যখন বৃক্ষরোপন প্রজেক্ট হাতে নেন তখন তিনি সামনে প্রিয়নবীর হাদীস মুবারক রাখেন– 'কোন মুসলমান যদি বৃক্ষ রোপন করে অথবা ফসল উৎপাদন করে তারপর কোন ইনসান, জন্তু অথবা পাখি খায়, তবে তা হবে সদকা।' (ফুলতলী গরীব সাহায্য প্রকল্প, ১৪ পৃ.)

অসহায় গরীব মানুষের সেবা তিনি করে যেতে চান নিরবে নিভৃতে আজীবন। বৃক্ষরোপন প্রজেক্ট বিষয়ে তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপ–'আমার প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের অজ্ঞাত পরিচয় গ্রামের মানুষ যারা ঝরা পালকের ভস্ম স্তূপে নীড় রচনা করে কোনমতে বেঁচে আছে তাদের মাঝখানে যদি কিছুদিন বেঁচে থাকি তবে বৃক্ষ রোপন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করব ইন্‌শাআল্লাহ। শ্যামল সুন্দর ছায়া ঢাকা, মায়া মাখা গ্রাম বাংলার লোকালয়ে দু'একটি বৃক্ষ রোপন করে যাই। স্মৃতিটুকু থাক আল্লাহর ওয়াস্তে আমরা থাকি অজ্ঞাত।' (ফুলতলী গরীব সাহায্য প্রকল্প, ১৩ পৃ.)

তিনি নিজের কাজের কোন হিসাব রাখতে আগ্রহী নন। কাজ করে তা আল্লাহর দরবারে মকবূলিয়তের আশা পোষণ এটিই হচ্ছে তাঁর নীতি। তিনি লিখেন 'অতীতে কে কি করেছি তা হিসাব না করাই উত্তম। কারণ যে যা করেছি তা কতটুকু আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবূল হয়েছে আর কতটুকু নিয়তের দোষে নষ্ট হয়ে গেছে তা আমরা জানি না।' (ফুলতলী গরীব সাহায্য প্রকল্প, ১৩ পৃ.)

অসহায় অন্ধ-আতুরদের ব্যাপারে প্রস্তাবনা

অন্ধ-আতুরদের সাহায্যের ব্যাপারে তাঁর প্রস্তাবনা হচ্ছে–'আমরা অন্ধ-আতুরদের এমন কোনো প্রশিক্ষণ দানের চিন্তা করা উচিত, যে প্রশিক্ষণের দ্বারা তারা ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে। তবে সকল অন্ধ ও আতুর হাতের দ্বারা কাজ করতে সক্ষম নয়। এ ধরনের প্রচেষ্টার দ্বারা হয়তো তাদের অনেকের খাদ্যের সংস্থানের ব্যবস্থা হবে কিন্তু তারা যে জীর্ণ কুঁড়ে ঘরে বাস করে সে ঘরখানা টিন কাঠ দিয়ে তৈরি করা সম্ভবপর হবে না। পরিবারের সকলকে শীত বস্ত্র, পরিধেয় বস্ত্র, মশারী দেয়া সম্ভবপর হবে না।'

অসহায় মানুষের সেবায় তাঁর উদ্দেশ্য

তিনি অসহায় মানুষের সেবা করে নবপ্রাণ লাভ করেন। তাই তিনি ছুটে যান দুঃখী মানুষের দুয়ারে, অসহায় বনী আদমের সাহায্যে। তাদের নিত্য-প্রয়োজন মেটানো তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। এ কাজ তাঁর প্রাণে আনন্দের দোলা দেয়। তাঁর ভাষায়–'বড় অবহেলা ভরে যৌবনের

দিনগুলি শেষ করেছি। এখন আমিও বৃদ্ধ; কিন্তু অন্ধ, আতুর, এতীমদের দুঃখের আলয় দর্শনের অভিলাস আমাকে যুবকের শক্তি দান করে। আমি আমার আত্মার আত্মীয় অন্ধ-আতুর, এতীম ও বিধবার একটি বিরাট শোক মিছিলে আত্মগোপন করতে চাই। এ কাফেলায় সবচেয়ে অসহায় মানুষরূপে আমার আমিত্বকে বিসর্জন দিতে চাই।'

অসহায় মানুষের সেবায় লালিত স্বপ্ন

তিনি অসহায়, ইয়াতীম-মিসকীন, অন্ধ-আতুরদের সেবাকে তাঁর পরপারের সম্বল হিসাবে বিবেচনা করে থাকেন। তিনি লিখেন–

'হয়তো আমার এ পৃথিবী থেকে বিদায়ের শেষ মিছিলে দুই/এক জন অন্ধ, আতুর ও এতীম অংশ গ্রহণ করবে। কম্পিত হাতে হয়তোবা কোনো অন্ধ ও আতুর আমার কবরের বুকে তাঁর নয়নজলে সিক্ত এক মুঠি মাটি রাখবে। হয়তো কোনো এতীম তাঁর কচি হতে আমার এতীম ছেলেদের সাথে আমার কবরের বুকে তাঁর নিষ্পাপ চোখের জলে সিক্ত এক মুঠি মাটি রাখবে।'

এতীম-অসহায়দের জন্য তাঁর দু'আ

তিনি শুধু এতীমদের প্রতিপালন করেই তৃপ্ত নন। বরং তাদের মায়েদের ইয্যতের যিন্দেগী ও তাদের মরহুম পিতাদের মাগফিরাতের জন্য তিনি সর্বদা দু'আ করেন। তিনি লিখেছেন– 'সেদিন খানেকায় যাকির ও এতীমগণের মাহফিলে দু'আ করলাম, আল্লাহ তাআলা আমার অন্ধ ও আতুর বন্ধুরা দুনিয়ার জীবনে বহু কষ্ট করেছেন; তারা এখন আমাদের মধ্যে নেই। পরপারে তাদের আর কষ্ট দিও না। দুনিয়ার জীবনে তাদের সেবা-যত্নে আমি বা আমরা যে ত্রুটি করেছি তা দয়াগুণে মাফ করে দিও। খানেকায় যাকির ও এতীমগণ আবেগ ভরে আমীন বললেন।'

অন্যত্র বলেন- 'আল্লাহ তাআলা আমার অন্ধ ও আতুর বন্ধুরা দুনিয়ার জীবনে বহু কষ্ট করেছেন; তাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের মধ্যে নেই। পরপারে তাদের আর কষ্ট দিওনা। দুনিয়ার জীবনে তাদের সেবা যত্নে আমি বা আমরা যে ত্রুটি করেছি তা দয়াগুণে মাফ করে দিও।' (ফুলতলী গরীব সাহায্য প্রকল্প, পৃ. ১৫)

তাঁর সাহিত্য চর্চায় অসহায় মানবতা

তিনি শুধু গরীব দুঃখী মানুষের বৈষয়িক সাহায্য করেই ক্ষান্ত হন না। বরং তিনি তাদের মনোকষ্টকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেন। তাইতো তাদেরকে নিয়ে রচনা করেন– গল্প, কবিতা, উপন্যাস। এমনি একটি গল্প হচ্ছে 'অন্ধের ঘরে', যাতে গল্পের ভাষায় তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা বিধৃত হয়েছে অত্যন্ত দরদী দৃষ্টিভঙ্গিতে। 'বৃক্ষের ছায়া' ও 'বেহেশতের খেজুর গাছ' বৃক্ষরোপন সংক্রান্ত দুটি গল্প। যার প্রথমটি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত আর দ্বিতীয়টি তাফসীরে ইবনে কাসীরে বর্ণিত প্রসিদ্ধ ঘটনার অনুবাদ। তাঁর রচিত আরো কয়েকটি কবিতার শিরোনাম হচ্ছে–'অন্ধের ফরিয়াদ', 'নয়নের আলো', 'আতুরের ফরিয়াদ।'

তিনি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য মমত্ববোধ লালন করেন। প্রিয়নবীর হাদীস–"كُلُّكُمْ لِآدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ"
-তোমরা সকলেই আদম হতে, আর আদম মাটি হতে। (আবূ দাউদ শরীফ)
এ হাদীসের আলোকে তিনি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল অসহায়দের তিনি ভালোবাসেন। তাইতো আমরা তাঁর কবিতায় দেখতে পাই–

বাংলার বুকে দূর্গম স্থানে নিতাই মাঝির বাড়ী
জীবন যুদ্ধে পরাভূত হয়ে পরপারে দিল পাড়ি।
রেখে গেল দুটি ছেলে সন্তান পেয়ারার মত মুখ
হিংসা মুক্ত চেহারা তাদের মায়ামাখা দুটি চোখ।

(ভয়ানক শশ্মান, সাধারণ কবিতা-৩৭)

তিনি অসহায়, দুস্থ মানুষের মনের বেদনা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেন। তিনি তাদেরকে শুধু বৈষয়িক সাহায্য দিয়ে ক্ষান্ত হন না বরং তাদের ভগ্ন হৃদয়ে আশার দ্বীপ জ্বালেন। তাইতো তিনি ইয়াতীম-নিঃসম্বল সম্পর্কে কবিতা লিখেছেন–

পিতার কবর জননীর ঘর
নয়নের জলে সিক্ত
বিশাল ধরনী ওগো মা জননী
আমাদের হাত রিক্ত।

(এতিমের ব্যথা; সাধারণ কবিতা-৩৪)

অসহায় জন্মান্ধদের ব্যাপারে তিনি লিখেন–

চোখ আছে তবু জ্যোতিহীন ॥
আলো আধারের খেলা, ভবের বিচিত্র মেলা
এ জনমে দেখি নাই কোন দিন ॥

(অন্ধের ফরিয়াদ, সাধারণ কবিতা-৩৩)

অন্ধদের মনের বেদনা অন্য এক জায়গায় ফুটে উঠেছে তাঁর কলমে–

নয়নের আলো নিভিয়া গেল
চেনা জানা এ পৃথিবী আর দেখিব না।
এ ভবের মায়া যেন এক ছায়া
ছায়া দেখে এ জীবনে আর কাঁদিব না।

(নয়নের আলো, সাধারণ কবিতা-৩৪)

তাঁর কবিতায় অসহায় মানবতার ব্যাপারে সমাজের তথাকথিত সুধীজন এবং বুদ্ধিজীবীদের উদাসীনতার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়–

বাংলাদেশের ভিতরেই আছে আজব একটি দেশ
সুধীজন আর বুদ্ধিজীবীর নেই সেথা কোন লেশ।
আছে শৈবাল, ভাঙ্গা নৌকা কাঁদা মাখা পথ ঘাট
জ্বর-ব্যাধি আর জীবনযুদ্ধ ফসলশুন্য মাঠ।

(ভয়ানক শশ্মান, সাধারণ কবিতা-৩৭)

গ্রাম বাংলার অসহায় মানুষের ব্যাপারে তাঁর মানসিকতা বুঝা যায় নিচের কবিতা থেকে–

দেখি গ্রাম বাংলার শতশত ঘরে
মনে হয় যেন যুগ যুগ ধরে,
স্বামীহারা বিধবার অশ্রুজল ঝরে
ধুলো মাখা এতিমের ভাষা নাই মুখে।

(জানিনা কখন হবে জনমের ইতি, সাধারণ কবিতা-৭)

দুঃখী মানুষের স্বপক্ষে তাঁর আহ্বান নিম্নরূপ–

"বিশাল পৃথিবীতে এমন একজন অসহায় অন্ধ মানুষ, রাহমাতুল্লিল আলামীনের উম্মতের নিকট তেমন কিছু চায় না, শুধু ক্ষুধা নিবারণের

জন্য সামান্য খাদ্য, শীত-বৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য ছোট্ট একখানা ঘর। বার মাসে কমপক্ষে এক প্রস্থ কাপড়।"

জ্ঞান চর্চা

শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি জ্ঞান চর্চা ও অন্বেষণের সুযোগ হাত ছাড়া করেন না। তাফসীর, হাদীস ও এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ, সিরাত ও তারীখ, তাসাউফ সংক্রান্ত কিতাবাদী, ভ্রমণকাহিনী, আত্মজীবনী নানাবিধ বিষয় তাঁর পাঠের অন্তর্ভুক্ত। বইয়ের ক্ষেত্রে তিনি সবসময় মূল ভাষাকে প্রাধান্য দেন। তাইতো তিনি ইবনে বতুতার ভ্রমণকাহিনীর আরবী সংস্করণ 'রিহলাতু ইবন বতুতা', নেলসন ম্যান্ডেলার আত্মজীবনী Long Walk To Freedom-এর ইংরেজি সংস্করণ হাতের কাছে রাখেন।
বিস্তর পাঠাভ্যাস শুধু তাঁকেই সমৃদ্ধ করে না বরং তিনি এ সবের প্রয়োজনীয় ও শিক্ষনীয় বিষয়গুলো তুলে ধরেন ব্যক্তিগত আলাপে ও জনসমক্ষে বয়ানের সময়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় 'রিহলাতু ইবন বতুতা' থেকে তিনি হিযবুল বাহার (তরীকতের বিশেষ ওযীফা) এর সংকলকের জীবনী ও তাঁর ইন্তিকালের আশ্চর্য্য ঘটনা দারসে, খানকায় এবং চিল্লায় গমনকারীদেরকে পাঠ করে শুনিয়ে থাকেন।

ভ্রমণ ও যিয়ারত

তিনি পৃথিবীর নানা দেশ ভ্রমণ করেছেন। ১৯৬৫ সালে তিনি প্রথম হজ্জ করেন। তখন তিনি আলিম জামাতে পড়তেন। সে সময়ে হজ্জে গমন বর্তমানের মত এতটা সহজসাধ্য ছিল না। তাই তাঁর সমবয়সী ও সহপাঠীদের মাঝে বিষয়টি বেশ আলোড়ন তুলেছিল। ঢাকা আলিয়ার সহপাঠীদের অনেকেই তাঁকে 'হাজী সাব' নামে ডাকতেন। তৎকালীন সময়ের ঢাকা আলিয়া মাদরাসার ছাত্র, পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট অভিধানবেত্তা প্রফেসর ড. ফজলুর রহমান থেকে এ তথ্য জানা যায়। বলাবাহুল্য তরুণ বয়সে তাঁর হজ্জের এ সফর হয়েছিল তাঁর ওয়ালিদ মুহতারাম হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর সাথেই।

তিনি গ্রেট বৃটেন, আমেরিকা, সুইডেন, তুরস্ক, পাকিস্তান ও ভারত সফর করেছেন। এ সকল সফর মূলত দাওয়াতী সফর। বিশেষতঃ ভারতে তিনি বেশ কয়েকবার ভ্রমণ করেছেন যিয়ারতের উদ্দেশ্যে। আসামের বদরপুরে তাঁর নানা হযরত শাহ ইয়াকুব বদরপুরী (র.), আজমীরে হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (র.), সেরহিন্দে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.), দিল্লীতে খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া (র.), বখতিয়ার কাকী (র.) প্রমুখ বিখ্যাত ওলী দরবেশের মাযার তিনি যিয়ারত করেছেন।

ওলী-আউলিয়ার মাযার যিয়ারতের প্রতি তাঁর হৃদয়ের টান অত্যন্ত বেশি। তাই তিনি যখনই সুযোগ পান বিভিন্ন ওলীর মাযার যিয়ারতে যান। সিলেটে হযরত শাহজালাল (র.), শাহপরান (র.) ও ৩৬০ আউলিয়ার অনেকের মাযার যিয়ারত করে থাকেন। এছাড়াও ঢাকায় হযরত হাফিয আহমদ জৌনপুরী (র.), স্বীয় উস্তাদ হযরত মুফতী সায়্যিদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দিদী আল বারকাতী (র.), হাইকোর্টে হযরত খাজা শরফুদ্দীন চিশ্‌তী (র.), মিরপুরে শাহ আলী বোগদাদী (র.), রংপুরে হাদীয়ে বাংগাল হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.)-এর মাযার যিয়ারত করে থাকেন।

ইশকে ইলাহী

তাঁর জীবনাচরণ পূর্বসূরী সাধক-মুজাহিদদের অনুসরণে গড়ে উঠেছে। যারা তাঁর যিকিরের মজলিসে বসেন তারা তা অনুভব করেন। তাঁর কথা-বার্তা, বক্তব্য, কবিতায় মহান রবের প্রতি তাঁর সমর্পিত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এক কথায় বলা যায়, তাঁর সকল কাজই পরকালীন পাথেয় সংগ্রহের মানসে পরিচালিত হয়। নিচের কবিতা থেকে তাঁর ইশকে ইলাহীর কিছুটা উপলব্ধি করতে পারি–

আল্লাহ তোমার মায়া সিন্ধুর
সীমানা যে নাই
জীর্ণ আমার জীবন তরী
আশায় আশায় বাই।।
সম্বল আমার তোমার দয়া

আর তো কিছুই নাই
তুমি ছাড়া পথের সাথী
আমার কেহ নাই।

(সম্বল আমার তোমার দয়া; সাধারণ কবিতা-০৫)

হুব্বে রাসূল

মুহব্বতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছে ঈমানের প্রাণ। আল্লামা ইমাদ উদ্দিন ছাহেবের হৃদয় ও জীবন ইশকে রাসূলের অনলে ও আলোতে বিদগ্ধ ও আলোকিত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা তাঁর কথা, কাজ, বয়ান, কবিতা ও মুরাকাবাতে স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়। তিনি প্রিয়নবীর যিয়ারত প্রসঙ্গে 'চল মুসাফির পাক মদীনায় সবুজ মিনার ঐ দেখা যায়' নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেছেন।

তিনি প্রিয়নবীকে নিয়ে কবিতা লিখেন। মকবূল ও বরেণ্য মনীষীদের কবিতা আওড়ান। এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রিয় ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন রূমী, সাদী, ইকবাল। তিনি লিখেন–

পবিত্র রওদ্বা পানে চলিলাম প্রাণ পনে
তাকাইনু জল ভরা চোখে।
আশিকান শত শত চেহারা চাঁদের মত
চলে তারা আনন্দিত মনে
আমি তাহাদের সনে বড় আশা লয়ে মনে
ছুটিলাম রওদ্বা পানে।

(চল মুসাফির, ১৪০ পৃ.)

রচনাবলী

শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তাঁর কলম থেমে থাকেনি। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, অনুবাদ, সংকলন ইত্যাদি নানাবিধ রচনায় ব্যপৃত আছেন তিনি । নিচে তাঁর রচনাবলীর উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো–

১. চল মুসাফির পাক মদিনায় সবুজ মিনার ঐ দেখা যায়

বইটি প্রকাশিত হয়েছে ফুলতলী পাবলিকেশন্স, ফুলতলী ছাহেব বাড়ি,

সিলেট থেকে। প্রিয় নবীর যিয়ারত সম্পর্কিত ১৪৩ পৃষ্ঠার এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৪১০ হিজরীতে। ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ২০১৩ ইংরেজি সনে। বইটিতে রাসূল (সা.) এর পদধন্য নগরী পবিত্র মদীনা মুনাওয়ার গুরুত্ব ও ফজীলত, পবিত্র নগরীর উদ্দেশ্যে সফর ও প্রিয়নবীর যিয়ারতের আদব, এ সম্পর্কে উলামা, মুহাদ্দিস ও আউলিয়ায়ে কিরামের মতামত ও প্রিয়নবীর প্রতি তাঁদের আদব ইত্যাদি অত্যন্ত সুচারুভাবে বর্ণিত হয়েছে।

২. হযরত মাওলানা হাফিজ আহমদ জৌনপুরী

বইটি প্রকাশিত হয়েছে ফুলতলী পাবলিকেশন্স, ফুলতলী ছাহেব বাড়ি, সিলেট থেকে। ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০১৩ ইংরেজি। বইটি মূলত উর্দূ ভাষায় রচনা করেন হযরত মাওলানা আব্দুল বাতিন জৌনপুরী (র.)। বাংলায় অনুবাদ করেন আল্লামা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী। ৭৯ পৃষ্ঠার এ বইটিতে কুতবুল ইর্শাদ হযরত মাওলানা হাফিয আহমদ জৌনপুরী (র.)-এর জীবন এবং কর্ম সম্পর্কে বিশদভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। বইটিতে আরো স্থান পেয়েছে হাফিজ আহমদ জৌনপুরী (র.)-এর কারামতসমূহ। শেষাংশে জৌনপুরী (র.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত মাওলানা হাফিজ আব্দুর রব এবং জৌনপুরী (র.) এর বিশিষ্ট খলীফা শাহ সূফী আবূ ইউসুফ মোঃ ইয়াকুব বদরপুরী (র.) এর জীবনী স্থান পেয়েছে।

৩. সাইয়িদ আহমদ শহীদ বেরেলবী (র.)-এর জীবনী

বইটি প্রকাশিত হয়েছে ফুলতলী পাবলিকেশন্স, ফুলতলী ছাহেব বাড়ি, সিলেট থেকে। ৪র্থ সংস্করণ-২০১৬ ইংরেজি, ১৪৩৭ হিজরী। ৮০ পৃষ্ঠার এই বইটিতে শহীদে বালাকোট, ইমামুত তরীকত, আমীরুল মু'মীনিন হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ বেরেলবীর জীবনী অত্যন্ত প্রভাবময় ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

৪. ইমাম বুখারী (র.)

বইটি প্রকাশিত হয়েছে ফুলতলী পাবলিকেশন্স, ফুলতলী ছাহেব বাড়ি, সিলেট থেকে। ৩য় সংস্করণ: ১৪৩৭ হিজরী, ২০১৬ ইংরেজী। ৬৩ পৃষ্ঠার এ বইটিতে হাদীস জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র ইমাম বুখারী (র.)-এর

সোনালী জীবন, তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী, বুখারী শরীফের বৈশিষ্ট্য ও মকবূলিয়ত, হাদীস পাঠদানের আদব, পাঠগ্রহণকারীর আদব এবং ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে কিছু কথা ইত্যাদি স্থান পেয়েছে।

৫. দ্বিয়াউন্নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বইটির প্রকাশক এম.এ বছির চৌধুরী (এডভোকেট সুপ্রীমকোর্ট), চেয়ারম্যান মুসলিম হ্যান্ডস বাংলাদেশ ১২৩/এ, জিগাতলা, ঢাকা। ২য় সংস্করণ– ২০১৩ ইংরেজি, ১৪৩৫ হিজরী। মূল বইটি উর্দূ ভাষায় রচনা করেন জাস্টিস আল্লামা পীর করম শাহ আল আযহারী (র.)। উর্দূ থেকে এর কিয়দংশ বাংলায় অনুবাদ করেন আল্লামা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী বড় ছাহেব কিবলা ফুলতলী। বইটিতে যুগে যুগে ধ্বনিত রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর আগমনী বার্তা আলোচনা পূর্বক রাসূলের আগমনে উদ্দীপ্ত পৃথিবীর অবস্থা আলোকপাত করা হয়েছে।

৬. আদর্শ গল্প সংকলন

বইটি প্রকাশিত হয়েছে ফুলতলী পাবলিকেশন্স, ফুলতলী ছাহেব বাড়ি, সিলেট থেকে। ৬ষ্ঠ সংস্করণ : ২০১৫ ইংরেজি, ১৪৩৬ হিজরী। ৪৮ পৃষ্ঠা সংবলিত এ বইটিতে যুগে যুগে প্রেরিত বিভিন্ন মুসলিম মনীষীদের আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিভিন্ন ঘটনা সংকলন করা হয়েছে।

৭. হযরত আলী বিন হোসাইন যয়নুল আবিদীন (রা.)

বইটি প্রকাশিত হয়েছে ফুলতলী পাবলিকেশন্স, ফুলতলী ছাহেব বাড়ি, সিলেট থেকে। ৩য় সংস্করণ– ২০১৬ ইংরেজি, ১৪৩৭ হিজরী। ৪৮ পৃষ্ঠা সংবলিত এ বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৪১০ হিজরীতে। কারবালার প্রান্তরে আহলে বাইতের মধ্যে বেঁচে যাওয়া একমাত্র প্রাণ হযরত যয়নুল আবিদীন (রা.)। বইটিতে কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনার বর্ণনা, হযরত যয়নুল আবিদীনের বেঁচে যাওয়া, তাঁর যুহদ ও তাকওয়া, ইবাদত-বন্দেগী ও কান্না এবং তাঁর সুযোগ্য ওয়ারিশদের আলোচনা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীর সূত্রে স্থান পেয়েছে।

৮. রাহগীরে মদীনা মুনাওয়ারা

বইটি প্রকাশিত হয়েছে ফুলতলী পাবলিকেশন্স, ফুলতলী ছাহেব বাড়ি, সিলেট থেকে। ২য় সংস্করণ– ২০১১ ইংরেজী, ১৪৩২ হিজরী। ১৬ পৃষ্ঠার ছোট্ট গ্রন্থটিতে সরওয়ারে কাওনাইন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর জন্ম, শৈশবকালীন ঘটনা এবং পালকপুত্র হযরত যায়দ (রা.)-এর হৃদয় ছোঁয়া কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।

৯. চল্লিশ হাদীস

বইটি প্রকাশিত হয়েছে ফুলতলী পাবলিকেশন্স, ফুলতলী ছাহেব বাড়ি, সিলেট থেকে। ২য় সংস্করণ- ২০১৫ ইংরেজী, ১৪৩৬ হিজরী। ৮৮ পৃষ্ঠার এ বইটিতে বিষয়ভিত্তিক চল্লিশখানা হাদীস সংকলন করা হয়েছে। ২য় সংস্করণে ৪০ হাদীসের সাথে আরো ৪টি হাদীস যোগ করা হয়েছে। তাছাড়া পরিশিষ্ট শিরোনামে তাঁর লিখিত বিভিন্ন বই হতে কয়েকটি অধ্যায় যুক্ত করা হয়েছে।

১০. যাকাত প্রসঙ্গে

বইটি প্রকাশিত হয়েছে ফুলতলী পাবলিকেশন্স, ফুলতলী ছাহেব বাড়ি, সিলেট থেকে। ৩য় সংস্করণ- ২০১৩ ইংরেজি, ১৪৩৫ হিজরী। ২৪ পৃষ্ঠার এ বইটিতে ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ যাকাতের গুরুত্ব, ফযীলত ও এ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

১১. আনওয়ারুছ ছালিকিন

বইটি প্রকাশিত হয়েছে ফুলতলী পাবলিকেশন্স, ফুলতলী ছাহেব বাড়ি, সিলেট থেকে। ৫ম সংস্করণ– জানুয়ারি ২০১৬ ইংরেজি, ১৪৩৭ হিজরী। বইটি উর্দূ ভাষায় রচনা করেন হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)। হযরত বড় ছাহেব কিবলাহ এর অনুবাদ করেছেন। ১৩৫ পৃষ্ঠার এ বইটিতে তাসাওফ বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়াদির উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

১২. বালাই হাওরের কান্না

বইটি প্রকাশিত হয়েছে ফুলতলী পাবলিকেশন্স, ফুলতলী ছাহেব বাড়ি, সিলেট থেকে। ৭ম সংস্করণ– জানুয়ারি ২০১৬ ইংরেজি, ১৪৩৭ হিজরী।

সমাজের দুঃখী-অসহায় মানুষের করুণ অবস্থা, তাদের ব্যাপারে সমাজের বিত্তবানদের করণীয় গল্পের আদলে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় ফুটে উঠেছে এ বইটিতে।

১৩. কদুর উপকারিতা ও মধুর উপকারিতা

বইটি প্রকাশিত হয়েছে ফুলতলী পাবলিকেশন্স, ফুলতলী ছাহেব বাড়ি, সিলেট থেকে। ৪র্থ সংস্করণ- ২০১৫ ইংরেজি, ১৪৩৬/১৪৩৭ হিজরী। ছোট এ পুস্তিকায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর প্রিয় খাদ্য কদু ও প্রিয় পানীয় মধুর বিভিন্ন উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে।

১৪. মুনতাখাবুস সিয়র

বইটি প্রকাশিত হয়েছে ফুলতলী পাবলিকেশন্স, ফুলতলী ছাহেব বাড়ি, সিলেট থেকে। ২য় সংস্করণ- ১৯৮৯ ইংরেজি। বইটি উর্দু ভাষায় রচনা করেন আল্লামা আব্দুল লতিফ ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)। তিনি এ পুস্তকের আংশিক অনুবাদ করেছেন।

১৫. আল-কাউলুছ ছাদীদ

হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রচিত ইলমে কিরাত সংক্রান্ত উর্দূ কিতাব এটি। ষাটের দশকে এটি ঊর্দূ ভাষায় প্রকাশ হয়। হযরত বড় ছাহেব কিবলা এর প্রথম বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন ১৯৭১-৭২ সালে। দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্টের পাঠ্যবই হিসাবে এর চাহিদা ব্যাপক। এ পর্যন্ত বইটির ২৫টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও এটি সিলেবাসভুক্ত সহপাঠ্য পুস্তক হিসাবে স্থান করে নিয়েছে।

১৬. প্রাথমিক তাজবীদ শিক্ষা

ইলমে কিরাতের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি এটি রচনা করেন। ফুলতলী পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত এ বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭২ ইং সালে। এ পর্যন্ত এর ৩৭ টি সংস্করণ হয়েছে। এতে বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি আবুল বশর মাহমুদ হোসেন মহোদয়ের বাণী স্থান পেয়েছে।

১৭. সাধারণ কবিতা

বইটি প্রকাশিত হয়েছে ফুলতলী পাবলিকেশন্স, ফুলতলী ছাহেব বাড়ি, সিলেট থেকে। ৪র্থ সংস্করণ: ২০১৩ ইংরেজি। তাঁর রচিত কবিতা সংকলন এটি। চল্লিশ পৃষ্ঠার এ বইয়ে বাংলা ও উর্দূ ভাষায় ৩৩ টি কবিতা স্থান পেয়েছে। আল্লাহ-রাসূলের প্রেম, সাহাবা-আউলিয়া প্রসঙ্গ, এতীম-অনাথ, অন্ধ-আতুর এর দুঃখগাঁথা ইত্যাদি বিষয়ে কবিতা রয়েছে এতে।

অভিভাষণ

প্রচারবিমুখ এ মনীষী খুব কমই সভা-সমাবেশ বা মাহফিলে যোগ দেন। দুনিয়ার খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা থেকে তাঁর অবস্থান যোজন যোজন দূরে। كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ – (অর্থ : তুমি দুনিয়ায় এমন ভাবে জীবনযাপন করো যেনো তুমি অজ্ঞাত পরিচয় অথবা মুসাফির।) হাদীসের বাস্তব নমুনা বলা যায় তাঁকে।

অজ্ঞাত পরিচয় মানুষ হিসাবে জীবন অতিবাহিত করতে পছন্দ করেন। তিনি সাধারণত প্রতিদিন ফুলতলী ছাহেব বাড়ীতে আগত যায়িরীন ও দোয়াপ্রার্থীদের উদ্দেশ্যে কিছু নসীহত করেন, প্রতি বছর আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলা (র.) এর ঈসালে সওয়াব মাহফিলে বয়ান রাখেন এবং কোনো কোনো প্রকাশনায় বাণী প্রদান করেন। আমরা তাঁর এ সকল বক্তব্য থেকে কিয়দংশ পাঠকের জন্য উদ্ধৃত করছি।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা, তাঁর ভালোবাসা ও অনুকরণ সম্পর্কে তিনি বলেন–

মানুষের হেদায়াতের লক্ষ্যে দুনিয়াবাসীর জন্য আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ দান হলেন হাবীবে খোদা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহর পরেই তাঁর স্থান। তাঁর এ মাকাম বর্ণনার পাশাপাশি তাঁকে অনুসরণ ও অনুকরণে আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। জড় পদার্থ, পাহাড় পর্বত সবই আল্লাহর হাবীবের নির্দেশ রক্ষা করতো। তিনি যখন উহুদ পাহাড়কে নির্দেশ দিয়েছিলেন 'থামো' 'ক্ষান্ত হও' তখন উহুদ পাহাড়ের কম্পন থেমে গিয়েছিলো। কিন্তু 'আমরা কি থামি'? রাসূল (সা.)-এর

নির্দেশ কি যথাযথ পালন করি? আমাদেরকে সচেতন হতে হবে। হুব্বে রাসূল ও এতায়াতে রাসূলের সমন্বয় আমাদের জীবনে ঘটাতে হবে।

ইমাম-আয়িম্মাহ প্রসঙ্গে তিনি বলেন–

ইমাম আবূ হানীফা (র.) আমাদের মাযহাবের ইমাম। তিনি আমাদের দীনী বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের জীবন পরিচালনা করতে হবে। ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, হযরত শাহজালাল (র.) সহ সকল ইমাম ও আউলিয়া আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁদের জীবন আমাদের জন্য অনুসরণীয়।

আউলিয়ায়ে কিরামের অবদান সম্পর্কে তিনি বলেন–

এদেশে ইসলাম প্রচারে অগণিত আউলিয়ায়ে কিরাম তাদের জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছেন। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র বরদাশত করেননি। হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর জীবনের স্মৃতিচারণ করে তিনি আরো বলেন–ছাহেব কিবলাহ নানা নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েছেন, কিন্তু বাতিলের সাথে কখনো আপস করেননি।

[১৫ জানুয়ারি ২০১১ ঈসালে সাওয়াব এ প্রদত্ত বক্তব্য]

মহান মুরশিদ হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর অবদান স্মরণ করতে গিয়ে তিনি বলেন–

আমাদের পীর ও মুরশিদ হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) আমাদেরকে রাসূলে পাক (সা.)-এর পথে চলার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। দুনিয়ার দিকে দিকে আল্লাহর হাবীবের মহব্বতের খোশবু বিলিয়ে গেছেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। সর্বস্তরের মানুষকে ভালোবাসতেন। তাই তিনি দুনিয়ার মানুষের নিখাঁদ ভালোবাসা আমৃত্যু পেয়ে গেছেন। আউলিয়া কেরাম বিশেষত: হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) মানুষকে প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসে আল্লাহর যিকির জারি রাখার শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আউলিয়া কিরাম যেরূপ তাকওয়া, তাযকিয়া ও হিংসা বিদ্বেষহীনতার গুণে বিভূষিত ছিলেন সে রূপই আমাদের ধারণ করতে হবে।

[১৫ জানুয়ারি ২০১২ ঈসালে সাওয়াব এ প্রদত্ত বক্তব্য]

বিপন্ন মানুষের সেবা প্রসঙ্গে তিনি বলেন–

আশপাশের অভাব, অনাথ, আশ্রয়হীন মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, ইসলামই বিপন্ন মানুষকে তার ছায়াতলে স্থান দিয়েছে। [১৫ জানুয়ারি ২০১০ ঈসালে সাওয়াব এ প্রদত্ত বক্তব্য] তিনি বলেন, মানুষের প্রতি আমাদের ভালোবাসা বৃদ্ধি করতে হবে। ইশ্‌ক ও মহব্বতের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সাধ্যমতো অসহায়, এতীম-অনাথের সেবা করতে হবে। এতীমদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ দয়া রয়েছে। আল্লামা ইকবাল বলেছেন, আমি কারবালার শহীদদের এমন ভালোবাসি যেমন আল্লাহ তা'আলা এতীমদের দু'আকে ভালোবাসেন। [১৫ জানুয়ারি ২০১৪ ঈসালে সাওয়াব এ প্রদত্ত বক্তব্য]

ভিন্নমত সম্পর্কে তিনি বলেন–

মানুষের মধ্যে দূরত্ব কমাতে হবে। ভিন্নধর্মী যে সেও আমার ভাই, এক আদমের সন্তান। তাঁকে কাছে টানতে হবে, দীনের দাওয়াত দিতে হবে। মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে ছোটখাটো মতানৈক্য পরিহার করতে হবে।

সারা দুনিয়ায় এক সময় আমাদের কর্তৃত্ব ছিল। কিন্তু আজ আমরা নির্যাতিত, নিপীড়িত। এর মূল কারণ আমাদের শতধাবিভক্তি। আমরা ছোট খাটো ইখতিলাফ নিয়ে দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছি। পরস্পর কাদা ছোড়াছোড়ি করে দূরত্ব বাড়িয়েছি। এসব ছেড়ে আমাদের আজ ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমাদের আদর্শ সাহাবায়ে কিরাম, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও আউলিয়ায়ে কিরাম। তাদের পথে আমাদের চলতে হবে। তাদেরকে ভালবাসতে হবে। হাদীস শরীফে আছে যে যাকে ভালোবাসে তাঁর সঙ্গে তাঁর হাশর হবে।

[১৫ জানুয়ারি ২০১১ ঈসালে সাওয়াব এ প্রদত্ত বক্তব্য]

ছাত্রদের প্রতি তাঁর নসীহত

হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর হাতে গড়া কাফেলা 'বাংলাদেশ আন্‌জুমানে তালামীযে ইসলামিয়ার নিয়মিত প্রকাশনা 'সুবহে সাদিক'। ঈদ-ই-মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে এ

স্মারক প্রকাশিত হয়। এ স্মারকে বিভিন্ন সময়ে তার প্রদত্ত 'দু'আ'য় তিনি প্রিয় ছাত্র কাফেলা তালামীযে ইসলামিয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নসীহত পেশ করেছেন। এতে তালামীযে ইসলামিয়ার প্রতি তাঁর দরদ ও রাসূলপ্রেম সুস্পষ্ট। যেমন–

'আমার প্রাণপ্রিয় শ্যামল সুন্দর জন্মভূমিতে এমন একটি কাফেলার প্রয়োজন, যাদের মায়ামাখা আঁখির জ্যোতি আলোকিত করবে জন্মভূমির নিভৃত পল্লীর অসহায় বনী আদমের অন্তর। যাদের কাছে ঠাঁই খুঁজবে এতীম-অনাথ অসহায় মানুষ। যারা সুশিক্ষার আলোকবর্তিকা নিয়ে বিচরণ করবে শহরে-বন্দরে গ্রামে-গঞ্জে। যাদের ভয়ে অত্যাচারী নিষ্ঠুর অমানুষরা থাকবে সদা-সর্বদা শংকিত।'

...

'তালামীযে ইসলামিয়ার কাফেলা হিংসা-বিদ্বেষের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ না হয়ে শান্ত, ভদ্র ও নমনীয়ভাবে তাদের পথ অতিক্রম করছে। রবিউল আউয়াল মাসে তালামীযে ইসলামিয়ার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে অগণিত মাহফিল। মুমিনগণের কলব সঞ্জীবিত হয়েছে সিরাজাম মুনীরা (সা.)-এর মুহব্বতে। প্রতি বছরের মতো মুমিনগণ আগামী বছরও রবিউল আউয়াল মাসে পথে প্রান্তরে তালামীযের ছেলেদের মায়ামাখা মুখ ও তাদের কণ্ঠনিসৃত সালাত ও সালামের পবিত্র সুর শ্রবণ করার জন্য অপেক্ষা করবে, তাঁর সাথে অপেক্ষা করবে শ্যামল-সুন্দর জন্মভূমি।'

...

'বরকতময় মাহে রবিউল আউয়ালের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আন্‌জুমানে তালামীযে ইসলামিয়ার কাফেলা শ্যামল-সুন্দর জন্মভূমি বাংলাদেশের শহর, বন্দর, রাজপথ অতিক্রম করেছে রাহমাতুল্লিল 'আলামীন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর মহব্বতের তারানা গেয়ে। নবী প্রেমিকগণ মহব্বতের তারানা গেয়েছে পদ্মা-মেঘনা-যমুনার তীরে তীরে। নদীর স্রোত প্রেমসুধা পান করে ধীরে, অতি ধীরে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রবক্ষে ঢেউ তুলেছে প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার।'

শেষ কথা

হযরত আল্লামা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী এক ক্ষণজন্মা মনীষী। সমাজের অসহায় মানবতার সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছেন তিনি। পাশাপাশি ইলমে কিরাতের খিদমত, ইলমে হাদীসের দারস, লেখা-লেখিতেও তিনি সময় দিচ্ছেন। প্রতিদিন বাদ-যুহর থেকে আসর পর্যন্ত মানুষজনকে সাক্ষাৎ দেন তিনি। তাদেরকে নিয়ে সূরা ইয়াসীনের খতম, খতমে খাজেগান, যিক্‌র ও মীলাদ-কিয়াম এবং দুআ করেন। তাদের মনোবেদনা, অভাব-অভিযোগ শুনে তাদেরকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।

বুযুর্গ পিতা-মাতার সুহবত ও মকবূল উস্তাদদের সংস্পর্শ তাঁকে আল্লাহ-রাসূল-প্রেমে সিক্ত করেছে; জীবনের পথ-পরিক্রমা নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। অসহায় মানুষের দুঃখ-বেদনা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা -এটা তাঁর প্রতি মহান রবের বিশেষ দান। সমাজের গরীব্‌-দুঃখী, অন্ধ-আতুর, ইয়াতীম-মিসকীনের অশ্রু মোছাতে তাঁর নানাবিধ কর্মতৎপরতা আমাদের সমাজের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ স্থাপন করেছে। দুঃখী মানুষের ব্যাথাতুর হৃদয়ের দুঃখ ঘুচাতে ছুটে চলেছেন অবিরত। তাঁর এ ক্লান্তিহীন পথচলা অব্যাহত থাকুক দীর্ঘকাল। আমরা তাঁর কর্মমুখর জীবনের দীর্ঘায়ূ কামনা করছি রাহমান-রাহীমের দরবারে।

আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

- আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) স্মারক
- ক্ষণজন্মা মনিষী, আহমদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী
- আল আরবাউন, আহমদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী
- আসমাউন নবী (সা.), আহমদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী
- ওযীফায়ে লতিফিয়া-১, আহমদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী
- মুনাজাতে ইয়াকূবী, হযরত শাহ ইয়াকূব বদরপুরী (র.)
- প্রসঙ্গ : রামাদ্বান ও সিয়াম, আহমদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী
- হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) : সংক্ষিপ্ত জীবনী
- আদ দুররুস সামীন : হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)
- মহানবী (সা.) এর ১০১ অনুপম বৈশিষ্ট্য, আহমদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী
- আল আনোয়ার [সকাল-বিকালের যিকর], আহমদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী

ছামীন পাবলিকেশন্স
ফুলতলী কমপ্লেক্স, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
978-984-35-6341-5